# তারপরও কেন জানি মনে হয় জিতবোই

কাইউম পারভেজ

তেতাল্লিশ বছর বয়স আমাদের স্বাধীনতার। কখনো মনে হয় তেতাল্লিশ বছরে যেন সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আবার কখনো মনে হয় অনেক দূর এগিয়ে গেছি। চেষ্টা করি অর্ধেক পানি ভর্ত্তি গ্লাসকে পানিপূর্ণ গ্লাস ভাবতে। সে ভাবনাতে একরকম সুখও আছে।

স্বাধীনতার পর সম্ভবতঃ তেয়াত্তর চুয়াত্তরে একটা কবিতা লিখেছিলাম "স্বাধীনতার গল্প শোন" নামে। কবিতাটি আমার গত বছরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ'-এ আছে ২৭ পৃষ্ঠায়। সে কবিতার শুরুটা ছিলো এমন:

স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষে
যে ছেলেটি দৌড়ে এসে
বাবাকে বললো - জানো বাবা
মিছিল গুলি জেল অথবা
হরতাল শ্লোগান হবে না কোন দিন
বাংলাদেশ যে হয়েছে স্বাধীন।
সেই ছেলেটি এখন নিরবধি
মাঝ রাত থেকে ভোর অবধি
মাদক কেনার খরচ জোগাতে
আগ্নেয়াস্ত্র ধরা দুই হাতে
পায়চারী করে রাস্তার মোড়ে
কখন পথচারী নাগালে পড়ে। ....

প্রায় চল্লিশ বছর পর যখন এ কবিতাটা আবার পড়ছি মনে হচ্ছে যেন এই গতকাল বা গত পরশুর কথা বলছি। সে কারণেই বলছিলাম মনে হয় তেতাল্লিশ বছরে যেন সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। যদিও পাঁচ জানুয়ারীর পর দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছে একটু তবুও মনে হয় এই সেদিনও বাংলাদেশ ছিলো মিছিল গুলি জেল অথবা হরতাল অবরোধের বাংলাদেশ।

তবে একটা কথা গর্বের সাথে বলতে পারি এই তেতাল্লিশ বছরে এতো প্রতিকূলতার মাঝেও দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা চোখে পড়ার মত উদহারণ দেই। তেতাল্লিশ বছর আগে এই দেশটার লোক সংখ্যা ছিলো সাড়ে সাত কোটি। আর আজ তেতাল্লিশ বছর পর লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দ্বিগুনের উর্দ্ধে। ফসলের জমি বাড়েনি এতটুকু বরং নগরায়ন, অবকাঠামো, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, আর প্রবাসী রেমিটেন্সের কল্যাণে ফসলি জমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছে বৃহৎ অট্টালিকা। আবাদী জমি কমতে কমতে এখন শংকিত হবার পর্যায়ে চলে এসেছে। তারপরেও কিন্তু এই ষোল কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারছে দেশ। না, কোন আলাউদ্দীনের চেরাগে এটা ঘটেনি - ঘটেছে কৃষক এবং কৃষিবিদদের অবদানে। আগে বছরে এক মৌসুম ধান হতো এখন সারা বছর চাষের উপযোগী নানা জাতের ধান উদ্ভাবিত হয়েছে যা আগে হয়নি। ফসল উৎপাদন হচ্ছে তিন থেকে চারগুন বেশী। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে উৎপাদনও বেড়েছে সমান হারে।

কর্মজীবি নারী-পুরুষের সংখ্যা তেতাল্লিশ বছরে বেড়েছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ। তেমনি বেড়েছে মানুষের গড় আয় এবং আয়ূ। জেনে প্রশান্তি লাগে এই দেশে মানুষ এখন বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা পায়। বেড়েছে শিক্ষার হার এবং শিক্ষার মান। প্রমাণ আপনি নিজেই পেতে পারেন। আগামীতে দেশে গেলে কোন আত্মীয়ের স্কুলে যাবার বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করবেন ও স্কুলে কি পড়ে বা জানতে চাইবেন এখনকার লেখাপড়ার পদ্ধতি - আমি হলপ করে বলতে পারি আপনি হতবাক হয়ে যাবেন। গ্রামে গেলে বোঝা যায় মানুষ স্বাধীনতার আলোকে কতখানি এগিয়ে গেছে। তেতাল্লিশ বছরে স্বাধীনতা পাওয়া এই দেশের মানুষ এখন মানব পতাকা তৈরী করে গিনিসবুকে নাম লেখায়। গোটা দেশ একত্রে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে গিনিসবুকে নাম লেখায়। ... আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি...। দেশের মানুষ এখন সোনার বাংলাকে ভালবাসতে শিখেছে।

যারা ভালবাসতে পারছে না তারা জেল খানায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে, ফাঁসির দড়ির জন্য অপেক্ষায় আছে নয়তো গাঁও-গ্রাম বসতবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষ সব জেগে উঠেছে। গণজাগরণ মঞ্চে সব সামিল হয়েছে দেশ জুড়ে। নাইবা হলো সবার মনমত নির্বাচন। দেশ তো রক্ষা পেয়েছে। স্বাধীনতা তো রক্ষা পেয়েছে? যারা স্বাধীনতা চায়নি এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের হাত থেকে তো দেশ বেঁচেছে। স্বাধীনতার পক্ষের দাবিদার যারা, স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে যারা আগামীদিনের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখায় তাদের হাত থেকেতো দেশ বেঁচেছে। নইলে এ দেশের স্বাধীনতা নিরাপদ হতো না। কাদের মোল্লার ফাঁসির পর পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর প্রধান সে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দিচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। এখনো হুমকী দিচ্ছে এর পর আর কোন যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি হলে তারা আর বসে থাকবে না। কার হাসি কে হাসে! কার কান্নায় কে কাঁদে।

এমন স্বল্প ভোটারে নির্বাচিত এ সরকার না হলে স্বাধীনতা প্রশ্নবোধক হয়ে যেতো। আজকের এই স্বাধীনতার দিনে তাই সাধুবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তিনি শক্তহাতে হাল ধরেছিলেন বলেই এখনো স্বাধীনতাটা ছিনতাই হয়নি। নইলে হয়তো সেই ভয়াবহ একাত্তরেই ফিরে যেতে হতো। এ কথা বলতেই মনে হলো আমার আরেকটি কবিতার কথা যে কবিতায় আমি সেই পানিপূর্ণ গ্লাসটা দেখতে পাই। আশায় আমি বুক বাঁধি। আমি তাকিয়ে থাকি সেই আগামী দিনগুলোর দিকে। আমার কাব্যগ্রন্থে একুশ পৃষ্ঠায় আছে কবিতাটি"শিশিরের শব্দে ভাঙ্গলে ঘুম" নামে। তার অংশ বিশেষ দিয়েই শেষ করবো:

তারপরও কেন জানি মনে হয়
জিতবোই।
হার্ডিঞ্জের তলদেশে পদ্মায় আসবে জোয়ার।
ফারাক্কার কূটনীতি খেলা শেষ হবে একদিন।
কূলে বসে গাইবে পথিক
'পদ্মার ঢেউরে ---------'
অতি নিকটে সেইদিন।

ডালে বসার গাছ পাবে পাখী
বস্তিবাসি মা'র হবে স্থায়ী ছাপড়া
পিতৃহত্যার বিচার পাবে অবুঝ শিশু
অম্লবিষ ঝলসে দেবে না কিশোরীর মুখ
মেলা পার্বণ হবে বারুদ মুক্ত সুখ
অতি নিকটেই সেইদিন।.....

স্বাধীনতা একুশ হবে না কারো দাস
অচ্ছুত নরপশুরা নিঃশেষ হবে একদিন
পাকিপ্রেমীর পাকি স্বপ্ন হবে চৌচির সেইদিন
মুক্তিযোদ্ধার হাত শোভিত হবে না ভিক্ষের কানাকড়ি
অতি নিকটেই সেইদিন।
এতো কষ্ট
এতো দুঃখ
এতো লাশ
এতো রক্ত
এতো দীর্ঘশ্বাস
তারপরও কেন জানি মনে হয়
জিতবোই।
ব্যাথিত পতাকা জিতবেই
দুঃখিত স্বাধীনতা জিতবেই।